কিশোর গল্প ও ছড়া সমগ্র

রেবন্ত গোস্বামী

সম্পাদনা : সুদীপ দেব

নি বে দ ন

সাহিত্যিক রেবন্ত গোস্বামীর যাবতীয় কল্পবিজ্ঞান রচনা নিয়ে আমার সম্পাদনায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে 'কল্পবিজ্ঞান সমগ্র'। আর কিশোর উপন্যাসগুলি একত্রে গেঁথেছি 'কিশোর উপন্যাস সমগ্র' গ্রন্থে (সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর একমাত্র কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস 'সোনার তরীর দুই যাত্রী' এখনও কোনো সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়নি)। এবার তাঁর কল্পবিজ্ঞান ব্যতীত বিভিন্ন স্বাদের অন্য সমস্ত ছোটোগল্প, দুটি নাটক আর ছড়াগুলি দু-মলাটে এনে প্রকাশিত হল এই 'কিশোর গল্প ও ছড়া সমগ্র'।

এই বইয়ে 'গল্পসমগ্র' অংশের শুরু ও শেষের বিশেষ রচনা দুটি ঠিক 'গল্প' নয়, বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত এই দুই রচনা যথাক্রমে গল্পপর্বের ভূমিকা ও উপসংহারের কাজ করেছে বলা যেতে পারে। বইটির নামে 'সমগ্র' থাকলেও লেখকের কল্পবিজ্ঞান বা বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ও ছড়াগুলি যেহেতু ইতিমধ্যেই তাঁর 'কল্পবিজ্ঞান সমগ্র'-তে সংকলিত হয়েছে, তাই এই সংকলনে রাখা হয়নি। এ ছাড়াও নানা দুষ্প্রাপ্য পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কিছু গল্প ও ছড়া পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, ভবিষ্যতে কেউ সেগুলির সন্ধান দিলে উপযুক্ত স্বীকৃতিসহ এই বইয়ের পরবর্তী সংস্করণে রাখা হবে। তবে রেবন্ত গোস্বামীর রচিত প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য গল্প ও ছড়া বা কবিতার বৃহৎ অংশই দু-মলাটবন্দি হয়ে রইল— এ বড়ো কম কথা নয়। সেই প্রায়-অসম্ভব কাজ সম্ভব হয়েছে কবিবর ও সম্পাদক রূপক চট্টরাজের সৌজন্যে। তাঁর সংগ্রহ ও নিরলস প্রচেষ্টা ছাড়া এইসব হারিয়ে-যাওয়া মণিমুক্তো খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হত। তিনি এই বইয়ের ছোট্ট সুন্দর একটি ভূমিকাও লিখে দিয়েছেন। সত্যজিৎ রায়ের অলংকরণগুলি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে সন্দীপ রায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। 'সন্দেশ'-এ বেশ কিছু ছড়ায় অসামান্য ছবি এঁকেছিলেন শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য ও উজ্জ্বল চক্রবর্তী। সেই ছবিগুলি গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করার সানন্দে অনুমতি দিয়েছেন তাঁরা। অন্যান্য গল্পে স্যমন্তক চট্টোপাধ্যায়ের অলংকরণ ও বইটির

অনবদ্য প্রচ্ছদ যোগ্য সংগত করেছে। বন্ধুবর সংকল্প সেনগুপ্ত অতি যত্নে বানানত্রুটি পরিমার্জনা করে দিয়েছে। এ ছাড়াও যাঁদের সাহায্য পেয়েছি তাঁরা হলেন— অনীশ দেব, অমিতাভ চক্রবর্তী, অরিন্দম চক্রবর্তী, অরূপজ্যোতি মজুমদার, অলোক চট্টোপাধ্যায়, অশোককুমার মিত্র, তাপস রায়চৌধুরি, দেবাশিস গুপ্ত, দেবাশিস সেন, পার্থ চৌধুরি, প্রশান্ত বসু, শুভঙ্কর বাগচী, সন্তু বাগ, সুজিত কুণ্ডু ও 'ধুলোখেলা' ব্লগ। লেখক স্বয়ং এঁদের কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য লেখা উদ্ধার করে দিয়েছেন। আরও একবার সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ জানাই বইবন্ধু পাবলিশার্সের শিবশঙ্কর চক্রবর্তী, দীপ্তেশ চক্রবর্তী সহ সবাইকে।

কবিতা ও ছড়ার মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছিলেন, 'ছড়া হবে ইরেগুলার, হয়তো একটু আনইভ্‌ন। বাক্‌পটুতা, কারিকুরি নয়। কবিতা থেকে ছড়া আলাদা। ছড়াকে কবিতার মধ্যে ঢোকাতে গেলে কবিতাকে ব্যাপ্ত করে নিতে হয়। কবিতা তো যে-কোনোভাবেই হয়, যে-কোনো ছন্দে, এমনকি গদ্যেও। ছড়ার কিন্তু একটাই ছন্দ, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন ছড়ার ছন্দ, একটু দুলকি চালে চলে, শাস্ত্রসম্মত নামও একটা আছে তার। ছড়া ওই ছন্দেই লেখা যায় শুধু।' রেবন্ত গোস্বামী নার্সারি রাইমস বা লোকছড়ার আদলে ছড়া থেকে শুরু করে কিশোরদের জন্য কবিতাও লিখেছেন অনেক। কিছু লেখাকে সুকুমার রায়ের ননসেন্স ছড়ার গোত্রেও ফেলা যায়, যার বহিরঙ্গের মজা একরকম, কিন্তু অন্তঃসলিলা নদীর মতো ভিতরে ভিতরে বয়ে চলে কঠিন সব কথা। তবে তাঁর সব ছড়া বা কবিতাই সদ্য কথা বলতে শেখা শিশু থেকে শুরু করে কিশোর-কিশোরীদের জন্য। বড়োরাও এতে সমান আনন্দ খুঁজে পাবেন অবশ্য। গল্পগুলিও তা-ই। রূপকথা থেকে ভূত, রহস্য বা গোয়েন্দা গল্প থেকে হাসির গল্প— কী নেই তাতে! এমনকি সদ্য পড়তে-শেখা ছোটোদের জন্য যুক্তাক্ষরবর্জিত একটি গল্পও এই সংকলনে পাওয়া যাবে। রেবন্ত গোস্বামী নিজেই একটি ছড়ায় বলেছেন, 'ছোটোর তরে লেখাজোখা— নয় তো তেমন সোজা,/ লিখব বলে কলম ধরেই যায় সেটা বেশ বোঝা।' সাতের দশক থেকে শুরু করে এখনও তাঁর কলম সচল। তৎকালীন পত্রিকা 'শিশুবিচিত্রা' থেকে বর্তমানকালের ওয়েবজিন 'কল্পবিশ্ব' বা 'জয়ঢাক'-এও লিখেছেন। বিভিন্ন সময়ে বিশেষ কোনো উপলক্ষ্যে কিছু ছড়া বা কবিতা লিখেছেন। নানা রকমের, নানা

মেজাজের ছড়া রয়েছে। কখনও কোনো ছড়া পুনঃপ্রকাশের সময় এবং এই সংকলনভুক্তির সময়ও লেখক সামান্য পরিমার্জনা বা পরিবর্ধন করেছেন। আবার একই মেজাজে বা একই বিষয়ে একাধিক পৃথক ছড়াও পাওয়া যায়। গল্পগুলি তো বটেই, এই সংকলনে ছড়াগুলি সাজানোর সময়ও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাই প্রথম প্রকাশের ক্রম অনুসরণ করা হয়ছে, এতে সময়ের ধারাবাহিকতার একটা আঁচ পাওয়া যাবে। গল্পের শেষে তার প্রথম প্রকাশ ও পত্রিকার নাম লিখে দিলেও, ছড়ার নীচে 'ফুটনোট' মোটেও ভালো লাগে না। তাই পরিশিষ্টে রাখা হল ছড়াগুলির প্রকাশকাল সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য। আশা করি, এই বইটিও পাঠকমহলে সমানভাবে সমাদৃত হবে।

রেবন্ত গোস্বামীর লেখা সেই ছড়ার দু-লাইন উদ্ধৃত করে ইতি টানার লোভ সামলাতে পারছি না— 'ছোটোদের এই গল্প-ছড়াও তেমন স্বাদে-গন্ধে/ মনটাকে যাক ভরিয়ে দিয়ে বিমল এক আনন্দে।'

—সুদীপ দেব

নভেম্বর ২০২২

সূ চি প ত্র

গল্প সমগ্র

১৯ লেখক হওয়ার গল্প
২৪ চুপিরাম
৩০ কমল
৩৫ গোবিন্দচন্দ্রের উইল
৪৪ ছুটির ঘণ্টা
৫২ বটুকেশ্বরের আবির্ভাব
৬৩ অটোগ্রাফ
৭০ শুখা মরশুম
৭৯ মণিপদ্ম লামা ও তৃতীয় নয়ন
৯০ সাগরবেলার বন্দি
১০২ দ্বৈপায়নী
১০৯ আষাঢ়ে সন্ধ্যায়
১১৮ ভূতের বোতল
১২৫ আজগুবিজ্ঞান
১২৭ যদু করের জাদুঘর
১৩২ ঝাউবনিতে ঝালাপালা
হার ১৪৪
আনন্দ ঘাট ১৫১
দাদা হওয়ার দাম (নাটক) ১৬১
হারানো ছবি ১৭১
চিরস্থায়ী বন্ধ বস্তা ১৭৯
ইঁদুর কল ১৮৭
কে-টু জি-টু ফর্মুলা ১৯২
পিষ্টক বিদায় (নাটক) ২০১
চাঁদনি রাতের রূপকথা ২১৪
শেকড়ের খোঁজে ২১৮
চাঁদুমামার চামচিকিৎসা ২২৩
অবরোধ ২২৯
সোহমের চশমা ২৩৭
জানবে না কেউ ২৪৪
চোখের আলোয় ২৫১
দুই শিশু ২৫৬

ছড়া সমগ্র

২৬৩ রেবন্ত গোস্বামীর ছড়া
২৬৯ যদি
২৭০ ভাষা গণিত
২৭০ টুকিটাকি
২৭২ কেলেঙ্কারি
২৭৩ তর্কসভা
২৭৩ সংখ্যা-তত্ত্ব
২৭৫ সেথা শৈশব মোর
২৭৭ এলেবেলে-৫০
২৭৭ ওস্তাদি
২৭৮ রাবণের দুঃখ
২৭৯ খামখেয়ালের রাগ-টা কী?
২৮০ শোন রে ছানা
২৮১ হুলো
২৮১ বন্ধু সে এক
২৮২ লিমেরিক
২৮৩ চিরদিনের
২৮৩ হাম্বারাজার আইন
২৮৪ সমঝদার
২৮৫ বিজ্ঞান পরীক্ষা
২৮৬ লিমেরিক
২৮৬ সেই পথ, সে পাঁচালি
২৮৭ গবেষণা-সার
২৮৮ খবর সঠিক
সব মাটি ২৮৮
নেই-তাই সূত্র ২৮৯
হবু আর গবু ২৯০
বনের মাঝে কবির
লড়াই (কাব্যনাট্য) ২৯১
স্বপনতরি ২৯৮
ভালোই হল ২৯৯
টাক ডুমা ডুম ২৯৯
হবু-গবু ৩০০
ফাঁড়া ৩০০
হাঁচিকাণ্ড ৩০১
ছোটোদের এই গল্প-ছড়া ৩০২
পনেরোই শ্রাবণ ৩০৩
মা আসে ওই ঘরে ৩০৪
একটা লুকোনো মানিক ৩০৪
অ্যাডভেঞ্চার ৩০৭
কোন্ দেশে মাটি নেই ৩০৮
পুজো-স্পেশাল ৩০৯
বারীন বসু ৩১০
সাধার সাধনা ৩১১
হর্ষ কাহিনি ৩১১
সোনার মূর্তি আর
ছোট্ট পাখিটি ৩১২
পড়ুয়া ৩১৮

৩১৯ হবু রাজার শিশুবর্ষ
৩২০ আঁধারই আনে না শুধু
৩২১ তেমাথা
৩২২ লাটাই রে ভাই লাটাই রে
৩২৩ আদা-জল খেয়ে কোমর বেঁধেছি
৩২৩ ছোট্ট দুটি ছড়া
৩২৪ সেই শ্রাবণ
৩২৪ হেমন্তে
৩২৫ দৈত্যের বাগান
৩৩০ সেই তো আমার
৩৩১ বলো তো
৩৩২ কাকবেলীয়
৩৩৩ সেই মেয়ে
৩৩৪ এক কুমারের কথা
৩৩৬ সুকুমার রায়
৩৩৭ তিন পশু
৩৩৮ হারিয়ে-যাওয়া খেলা
৩৩৯ অভিযান
৩৪০ হে বৈশাখ
৩৪১ এই সকালে মনটা আমার
৩৪২ বসন্তে
৩৪২ কল্পমোতির মালা
৩৪৪ কলকাতাকে
৩৪৪ ফ্ল্যাশব্যাক
৩৪৫ ছাপাখানার ভূত
৩৪৬ হাট্টিমাটিম টিম
৩৪৭ স্বপনতরি
৩৪৭ শীতের ছেলেমেয়ে
৩৪৮ খেয়াল সুরে
হাঁকিছে ভবিষ্যৎ ৩৪৯
কার্তিক দাস ৩৫২
নতুন ছড়া ৩৫৩
কেন ৩৫৫
কম্পু-ঝম্পু ৩৫৫
আষাঢ়ে ৩৫৫
ফেলুদাকে ৩৫৬
গোয়েন্দা-সন্দেশ ৩৫৭
সত্যজিৎ ৩৫৯
বন্দি রাজপুত্র ৩৬১
রাতের বিলাপ ৩৬২
লাটিম কাটিম সই ৩৬৪
ঢেঁকি বন্দনা ৩৬৫
উত্তরণ ৩৬৬
শরচ্চিত্র ৩৬৮
দ-এর রোগ ৩৬৯
আবোল-তাবোল ৩৭০
কনডাকটার! কনডাকটার! ৩৭১
দন্ত বন্দনা ৩৭২
অসম্ভবের ছন্দেতে ৩৭২
কন্ধকাটার গন্ধধরা ৩৭৩
রহস্য হবে ফাঁস ৩৭৪
প্রাতের আলাপ ৩৭৫
ভেলকিআলা ৩৭৭
পাঁচ ভূতের কাণ্ড ৩৭৮
চৈত্র-চিত্র ৩৮০
তফাত যাও! সব ভূত হ্যায়! ৩৮০
হল্লার মল্লার ৩৮১
অন্নদাশঙ্কর ৩৮২

৩৮৩ চন্দ্রযাত্রা
৩৮৪ মামার বাড়ি
৩৮৫ হাঁসফাঁস
৩৮৫ তিন তেপাটি
৩৮৭ কুইজ
৩৮৮ পুজোর ছড়া
৩৮৮ গরুড় সমাচার
৩৮৯ গৃহযুদ্ধ
৩৯২ মহারথী রায়ের পাঁচালি
৩৯৪ ভূতুড়ে কারখানা
৩৯৫ কাকতাড়ুয়া
৩৯৬ সাগরখালি
অ-মানুষ ভূত ৩৯৭
ভাঙনের জয়গান ৩৯৮
ডুংগা বুলিংগা ৩৯৯
হারানো মন ৪০০
হাল ভাঙলে পাল ছিঁড়লে ৪০১
আনন্দময়ীর আগমন ৪০২
ছুটির ঘণ্টা ৪০৪
অক্ষর চরিত্র ৪০৫
জাপানি ছড়া ৪০৫
করোনাভাইরাস ৪০৬
আমপান ৪০৭
পাঁচমিশেলি ৪০৭

পরিশিষ্ট ৪০৯

রেবন্ত গোস্বামী

'সন্দেশ'-এ সত্যজিৎ রায়ের আঁকা হেডপিস

গোবিন্দচন্দ্রের উইল

সত্য-মিথ্যা বিচার না করে গল্পটা শিশিরবাবুর কাছ থেকে যেরকম শুনেছিলাম, সেরকমই লিখলাম। শোনার পরে শুধু এই ভেবে অবাক লেগেছিল যে শিশিরবাবুর মতো গল্পুড়ে লোক তাঁর জীবনের এরকম একটা ঘটনার কথা এতদিন শোনাননি কেন। ওই আংটির ম্যাজিকের ব্যাপারটা না ঘটলে তিনি কি এই অদ্ভুত ঘটনার কথা না বলেই রেখে দিতেন!

আগের দিন ছিল একটা স্কুলের পুরস্কার বিতরণ উৎসব। আমি একজন অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। পুরস্কার-টুরস্কার দেওয়া হয়ে গেলে কয়েকটা নাচ-গানের পর ম্যাজিক দেখাতে এলেন এক তরুণ জাদুকর। বাক্স আর বলের কারসাজি, রঙিন পালকের ঝাড়ুর রং বদলিয়ে দেওয়া, চোখ-বাঁধা অবস্থায় ছুরি দিয়ে বিঁধিয়ে আলু তুলে নেওয়া— এইসব ম্যাজিকের পর জাদুকর দর্শকদের কাছ থেকে একটা সোনার আংটি চাইলেন। বললেন, আংটিটা যেন খাঁটি সোনার হয়। আমার অবশ্য দশটা আঙুলই ফাঁকা। তাই নিশ্চিন্ত হয়ে আশপাশের দর্শকের দিকে একবার চেয়ে দেখলাম। একটা উশখুশ ভাব সকলের মধ্যেই। হবেই বা না কেন, সোনার যা দাম এখন!

আমার পাশেই বসে শিশিরবাবু। তাঁর ছেলে এই স্কুলেই পড়ে। শিশিরবাবুকে দেখলাম, হঠাৎ যেন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে অনুষ্ঠানসূচিটা খুঁটিয়ে পড়তে শুরু করেছেন। লক্ষ করলাম, তাঁর ডান হাতের অনামিকায় তাঁর মোটা আঙুলের সঙ্গে মানানসই একটা মোটাসোটা ভারী সোনার আংটি।

জাদুকর এবার শিশিরবাবুকে লক্ষ করেই তাঁর আংটিটা চেয়ে বসলেন। নিমরাজি শিশিরবাবু অগত্যা তাঁর আংটিটা খুলে জাদুকরকে দিলেন। জাদুকর এবারে একটা কাগজের ওপর আংটিটা রেখে ভালো করে চোখের কাছে ধরে দেখলেন ওটাকে। তারপর শিশিরবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কোথা থেকে কিনেছেন এটা? এঃ! এক্কেবারে ঠকিয়ে দিয়েছে! আমি চেয়েছিলাম একটা

সোনার আংটি। আর এটা সোনালি রং-মাখানো টিনের আংটি। দেখছেন না ঠান্ডাতে ছাই হয়ে যাচ্ছে। যা শীত পড়েছে!'

এই বলে কাগজসুদ্ধ আংটিটা শিশিরবাবুকে ফিরিয়ে দিলেন।

কৌতূহলী দর্শকরা ঝুঁকে পড়ল শিশিরবাবুর হাতে কাগজটার ওপর। সত্যিই— একটা মশা তাড়ানোর ধূপ পুড়ে গেলে তার ছাইটা যেমন সেই আংটির আকারে থেকে যায়, এটাও যেন সেইরকম একটা ছাইয়ের আংটি। ঠিক শিশিরবাবুর আংটির আকারে। শিশিরবাবুর মুখও ছাই।

শিশিরবাবুর এই দুরবস্থা দেখে কিছু দর্শক হেসে ফেললেন— জানি না তার মধ্যে আমিও ছিলাম কি না।

তবে শিশিরবাবু আমার দিকে একবার কটমট করে চাইলেন দেখলাম। অবশ্য জাদুকর কিছুক্ষণ পরে আংটিটাকে আবার গরম করে সোনার আংটিতে রূপান্তরিত করলেন। শিশিরবাবু আংটি ফেরত পেয়ে খুশি। সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে শিশিরবাবুর দিকে চেয়ে আবার হাসল— ভাবটা যেন, তাদের কেউ হলে এরকম বোকা বনত না।

এই ছোটো ঘটনাটা শিশিরবাবুকে যে এতটা বিচলিত করতে পারে, সেটা আমার জানার কথা নয়। জানলাম, পরদিন সকালেই শিশিরবাবু যখন হঠাৎ আমার বাড়ি এসে উপস্থিত হলেন। বাইরের ঘরে বসে এটা-ওটা নিয়ে কথার পর যখন ম্যাজিকের কথাটা পাড়লেন, তখন বুঝলাম তাঁর আসার উদ্দেশ্য।

শিশিরবাবু বললেন, 'আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না হেমন্তবাবু, কিন্তু সোনাদানাও ভস্মে পরিণত হয়। আমি বিশ্বাস করি। যেরকম জাদু হয়তো আগেকার লোকের জানা ছিল।'

অ্যালকেমির কথা বা অন্য ধাতুকে সোনা বানানোর গপ্প অনেক শুনেছি। কিন্তু সোনাকে ছাই বানানোর কথা শুনিনি। পারার সঙ্গে মিশে সোনায় অ্যামালগামেশন হয় শুনেছি। কিন্তু স্বর্ণভস্ম কথাটা কবিরাজি ওষুধের বিজ্ঞাপনেই পড়েছি শুধু— দেখিনি কোনোদিনও। শিশিরবাবুর এই ধারণাটা হয়তো আগেকার দিনের মুনি-ঋষি-যোগীদের অলৌকিক ক্ষমতার ওপর একটা অন্ধবিশ্বাস, যা আমাদের অনেকেরই আছে।